ভোরের কাগজ

তারিখ ... ০। ২০০২
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সভা

ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর জোট সরকার সারা দেশে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ওপর বর্বর পুলিশি হামলা তারই ধারাবাহিকতা।

গতকাল বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ও সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগও দাবি করা হয়। পরে একটি সংহতি মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার গিয়ে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। অবশ্য এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিসি পদত্যাগ করেন।

বিএফইউজে সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেজি মোস্তফা, কামাল লোহানী, স্বপন কুমার সাহা, কাজী রফিক, এম শাজাহান মিয়া, শফিকুর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আব্দুল জলিল ভুঁইয়া, আবির হাসান, মোল্লা জালাল প্রমুখ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে এর বিরুদ্ধে সাংবাদিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বক্তারা বলেন, এ সরকার স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমে বিশ্বাসী নয় বলেই ইটিভির মতো একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। দৈনিক জনকণ্ঠের কণ্ঠরোধ করতে শীর্ষ স্থানীয় এ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করার প্রয়াস চালাচ্ছে। স্বয়ং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার মালিকের বিরুদ্ধে জিডি দায়ের ও ন্যক্কারজনক বিবৃতি দিয়েছেন। দলীয়করণ করতে বার্তা সংস্থা বাসসের ৫০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

সমাবেশে ইকবাল সোবহান চৌধুরী ১১ দফা দাবি সংবলিত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।